যুগান্তর

তারিখ 27 JAN 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

শাবিতে ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষে আহত ১২

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশের ৩০ রাউন্ড গুলি

সিলেট ব্যুরো/শাবি প্রতিনিধি

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও শিবিরের সংঘর্ষে উভয়পক্ষের কমপক্ষে ১২ জন আহত হয়েছেন। এ সময় শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা শিক্ষার্থীদের ৭টি ও শিক্ষকদের ২টি বাস, ২টি মাইক্রোবাস ও ২টি প্রাইভেট কারে এবং রেজিস্ট্রার ভবনে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৫০ লাখ টাকার সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ছাত্রলীগের সঙ্গে আধা ঘণ্টা ধরে চলা সংঘর্ষের সময় প্রায় ৩০টি শক্তিশালী হাতবোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাণ্ডব চালায় শিবির ক্যাডাররা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ৩০ রাউন্ড ফাঁকা গুলি করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনার পর ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পরে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনারসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ক্যাম্পাসে ছুটে যান এবং ক্যাম্পাসের আশপাশ এলাকার মেসগুলোতে ব্যাপক তল্লাশি শুরু করেন ছাত্রলীগ কর্তৃক অনেক শিবির নেতার

সংঘর্ষে : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

সংঘর্ষে : আহত ১২

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়ে জানা যায়। ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবির এ ঘটনার জন্য একে অপরকে দায়ী করছে।

জানা গেছে, রোববার বেলা আড়াইটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন ই-এর সামনে রাখা এক শিবির নেতার মোটরসাইকেল আগুনে পুড়িয়ে দেয় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। পরে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে ফুডকোর্টের সামনে পৌঁছলে শিবিরের নেতাকর্মীরা ককটেল ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছাত্রলীগের মিছিলে অতর্কিতে হামলা চালায়। এ সময় উভয়পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার এক পর্যায়ে সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে উভয়পক্ষের ১২ জন আহত হয়।

একপর্যায়ে শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ধাওয়া করে আইটি ভবনের দিকে নিয়ে যায়। শিবির ক্যাডাররা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ৭টি ও শিক্ষকদের ২টি বাস, ২টি মাইক্রোবাস ও ২টি প্রাইভেট কারে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। এছাড়া ৪টি একাডেমিক ভবন, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবন ও রেজিস্ট্রার ভবনের জানালার গ্লাসে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় শিবির ক্যাডাররা। ছাত্রলীগ ও শিবিরের সংঘর্ষের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী শিবির নিয়ন্ত্রিত আল হেরা মেসসহ বেশ কয়েকটি মেসে পুলিশ তল্লাশি চালায়। গতকাল সন্ধ্যায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তল্লাশি অভিযান অব্যাহত ছিল। তবে কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি অঞ্জন রায় জানান, বিশ্ববিদ্যালয় অছিতিশীল করে নবনির্বাচিত সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতেই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী তাদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালিয়েছে। জালালাবাদ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মুনিরুল ইসলাম জানান, ছাত্রলীগের ওপর শিবিরের হামলার ঘটনায় শিবিরকে টিয়ারশেল ও শটগানের মাধ্যমে ক্যাম্পাস ছাড়া করা হয়েছে। সংঘর্ষের পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ক্যাম্পাস ও হলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আমিনুল হক ভূঁইয়া জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে শিগগিরই কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।